আমাদের পছন্দের প্রতি দায়িত্বশীলতা

(Responsibility to our Choices)

১ম শমূয়েল ৮ অধ্যায় ১০-২২ পদ

গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি, ইজ্রায়েল যখন তাদের প্রতিবেশি বিভিন্ন দেশের অনুকরণে রাজা পেতে নাছোড়বান্দা হয়েছিল, তখন ঈশ্বর শমূয়েলকে বলেছিলেন, ***"এখন তাদের কথা শোনো; কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়রূপে সাক্ষ্য দেও, তাদের উপর যে রাজত্ব করবে, সেই রাজার নিয়ম তাদেরকে জানাও"*** (৯ পদ)। আজ আমরা যে অংশ পাঠ করেছি, সেখানে দেখতে পাচ্ছি, শমূয়েল তখন অন্যান্য দেশের অনুকরণে তারা যে রাজাকে চেয়েছিল, সেই রাজার নিয়ম ইজ্রায়েল সন্তানদের জানিয়েছে। ১০-১৮ পদে, শমূয়েলের মুখ দিয়ে লেখক যে বক্তৃতাকে উপস্থাপিত করেছে, তা সমগ্র পুরাতন নিয়মের মধ্যে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সবথেকে লম্বা সমালোচনা। অন্যদিকে, পুরাতন নিয়মের মধ্যে সর্বসাধারণের ক্ষমতা অপব্যহারের একটি অন্যতম প্রধান নমুনা। অত্যাচারী রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে এই অভিযোগের কারণ সম্বন্ধে ঈশতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিভিন্ন মত আছে: কেউ কেউ একে শলোমনের পরবর্তী রাজাদের অত্যাচারকে কারণ হিসাবে নির্দেশ করেছে; কেউ আবার স্বয়ং শলোমনের সময় ক্ষমতার যে অপব্যবহার হয়েছিল, তাকে নির্দেশ করেছে; কেউ কেউ আবার, একে প্রতিবেশি দেশের রাজাদের রাজতন্ত্রের প্রকৃতির বর্ণনা বলে মনে করেছে। কারণ যাইহোক-না-কেন, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বিষয় ইজ্রায়েলের মধ্যে যে ভয় ছিল, তা এর দ্বারা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

যাইহোক, ঈশ্বর শমূয়েলকে বললেন, পার্শবর্তী দেশের অনুকরণে রাজা চাওয়ার সঙ্গে যে সমস্ত বিষয় যুক্ত, শমূয়েল যেন তা পরিষ্কারভাবে ইজ্রায়েলকে পূর্বেই জানায়। কারণ তাদের উপর এক জন রাজাকে নিযুক্ত করার দ্বারা তারা নিজেদেরকে সেই রাজার অত্যাচারের বলি করতে চলেছে। এর আগে এলির পুত্রদ্বয় ও শমূয়েলের পুত্রদ্বয়ের আচার- ব্যবহারে দূষণের কথা আমাদের বলা হয়েছে; কিন্তু তাদের বিকল্প হিসাবে যে রাজাকে ইজ্রায়েলের প্রাচীনরা চেয়েছে, তা যে কতখানি বোকার কাজ তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক জন মানুষের হাতে এতো ক্ষমতা দানের দ্বারা তারা নিজেদেরকে আরও দূষণ ও অত্যাচারের মুখোমুখী করতে চলেছে।

তাই, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিচারকদের মাধ্যমে ঈশ্বর কীভাবে ইজ্রায়েলের মধ্যে তাঁর পরিচালনা দান করতেন, প্রথমে আমাদের তা উপলব্ধি করতে হবে। বিচারকর্তৃগণের পুস্তকে আমরা কোনও রাজা, তাঁর রাজপ্রাসাদ বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যদলকে দেখতে পাই না। পরিবর্তে, ইজ্রায়েল যখন অন্য কোনও জাতির দ্বারা আক্রান্ত হত, তখন স্বেচ্ছাসেবকদের একটি সৈন্যদল গঠিত হত। তাদের উপর রাজার রাজত্বকে সহজতর করতে তার সাহায্যকারী কোনও পরামর্শদাতা বা দাস-দাসী বা কর্মচারীকে আমরা দেখতে পাই না। সহজ কথায়, এটি ছিল এমন পদ্ধতি, যা কোনও রীতিনীতি মেনে ঠিক করা হয়নি, বা আগে থেকে এর জন্য কোনও প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি, পাশাপাশি এই পদ্ধতির জন্য তাদের তেমন কোনও মূল্যও দিতে হয়নি।

ক। রাজার নিয়মের বর্ণনা (১০-১৭ পদ)

কিন্তু বিচারকদের বিকল্প হিসাবে পার্শবর্তী দেশের অনুকরণে ইজ্রায়েল যে রাজতন্ত্র চেয়েছে, তার জন্য তারা যে মূল্য দিতে চলেছে, তা শমূয়েলের বক্তৃতায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। আর তাই, সেই রাজা তার প্রজাদের কাছ থেকে কী কী নেবে, ও নিজের প্রয়োজনে তা ব্যবহার করবে, তার বিস্তৃত বর্ণনা শমূয়েল দিয়েছে:

(১) সৈন্যদলের প্রয়োজনে সেই রাজা ইজরায়েলের ছেলেদের নেবে: ইজ্রায়েল যে রাজা চাইছে, তাদের ইচ্ছা হল, সেই রাজা একদিকে যেমন তাদের উপর বিচার সম্পন্ন করবে, ঠিক তেমনই অন্যদিকে, যুদ্ধে সামনে থেকে পরিচালনা দেবে (২০ পদ)। এখন তা যদি করতে হয়, ইজ্রায়েলের প্রয়োজন সব সময়ের জন্য একটি প্রশিক্ষিত

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সৈন্যদলকে প্রস্তুত রাখা। আর সেই সৈন্যদল গড়তে হলে, ইজ্‌রায়েলের সাধারণ প্রজারা নিজেদের পুত্রদের দিতে বাধ্য হবে। তাই, শমূয়েল তাদেরকে বলেছে, *"সে (রাজা) তোমাদের পুত্রদের নিয়ে নিজের রথের ও অশ্বের উপর নিযুক্ত করবে, এবং তারা তার রথের আগে আগে দৌড়াবে। আর সে (রাজা) তাদেরকে নিজের সহস্রপতি ও পঞ্চাশপতি নিযুক্ত করবে; আর কাউকে কাউকে তার জমি চাষ করতে ও শস্য ছেদন করতে এবং যুদ্ধের অস্ত্র ও রথের সজ্জা নির্মাণ করতে নিযুক্ত করবে"* (১১-১২ পদ)। শলোমন তার রথসমূহের ও অশ্বারোহীদের অধ্যক্ষদের নিযুক্ত করেছিল (১রাজা ১৯:২২); শলোমনের ৪০,০০০ অশ্বশালা ও ১২,০০০ অশ্বারোহী ছিল (১রাজা ৪:২৬)। অবশালোম ও আদোনীয় নিজের জন্য রথ, অশ্ব ও নিজের আগে আগে দৌড়াবার জন্য ৫০ জন লোক রেখেছিল (২শমূয়েল ১৫:১; ১রাজাবলি ১:৫)। সহস্রপতি ও পঞ্চাশপতির মাধ্যমে ইজ্‌রায়েলের সৈন্যদলের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পদমর্যাদাকে নির্দেশ করা হয়েছে। ১২ পদে আবার, রাজার জন্য খাদ্য উৎপন্ন করতে রাজার ক্ষেত্র চাষ করতে ও শস্য ছেদন করতে ছেলেদের নেবার কথা বলা হয়েছে (১শমূয়েল ২২:৭)।

(২) বিলাসবহুল প্রাসাদ দেখাশুনার জন্য সেই রাজা ইজ্‌রায়েলের মেয়েদের নেবে: ১৩ পদে বলা হয়েছে, *"আর সে (রাজা) তোমাদের কন্যাদের নিয়ে সুগন্ধিদ্রব্য-প্রস্তুতকারিণী, পাচিকা ও রুটিওয়ালী করবে।"* ১রাজাবলি ৪:২২-২৩ পদে শলোমনের প্রত্যেক দিনের আয়োজনীয় দ্রব্যের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে *(ত্রিশ কোর সূক্ষ্ম সুজী ও ষাট কোর ময়দা; দশটা পুষ্ট গোরু, ও মাঠ থেকে আনা কুড়িটা গোরু; একশো মেষ; এছাড়া হরিণ, মৃগী, কালসার ও পুষ্ট পাখি),* তার থেকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করি যে, এর জন্য কী পরিমাণে কাজের লোকের প্রয়োজন ছিল।

(৩) রাজার দাসদের প্রয়োজনে সেই রাজা ইজ্‌রায়েলের উত্তম উত্তম ক্ষেত্র নেবে: রাজা তার ক্ষমতা ও আনুগত্য বজায় রাখতে তার বিশ্বস্ত দাসদের মধ্যে উত্তম উত্তম ক্ষেত্র পুনরায় বিতরণ করবে, তাই ১৪ পদে বলা হয়েছে, *"আর সে (রাজা) তোমাদের উৎকৃষ্ট শস্যক্ষেত্র, দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জলপাই গাছসকল নিয়ে নিজের দাসদের দেবে।"*

(৪) কর্মচারী ও দাসদের বেতন দিতে সেই রাজা ইজ্‌রায়েলের উৎপন্ন শস্য, দ্রাক্ষা ও মেষদের উপর কর নেবে: ১৫ পদে উৎপন্ন শস্য ও দ্রাক্ষার উপর কর নেবার কথা বলা হয়েছে: *"আর তোমাদের শস্যের ও দ্রাক্ষার দশমাংশ নিয়ে নিজের কর্মচারীদের ও দাসদের দেবে।"* ১৭ পদে মেষদের উপরও কর নেবার কথা বলা হয়েছে: *"সে (রাজা) তোমাদের মেষদের দশমাংশ নেবে।"* এই কারণে দরিদ্রদের উৎপন্ন শস্যের উপর ধনীদের আরোপিত করকে আমোষ সমালোচনা করেছে (আমোষ ৫:১১)।

(৫) সেই রাজা তার নিজের প্রয়োজনে ইজ্‌রায়েলের মধ্য থেকে দাস-দাসী ও গর্দ্দভ নেবে: ১৬ পদে বলা হয়েছে, *"আর সে (রাজা) তোমাদের দাস-দাসী ও সর্বোত্তম যুবকদের ও তোমাদের গর্দ্দভসকল নিয়ে নিজের কাজে নিযুক্ত করবে।"* ১রাজাবলি ৫:১৩ পদানুসারে, শলোমন সমস্ত ইজ্‌রায়েলের মধ্য থেকে নিজের জন্য যে সমস্ত দাস গ্রহণ করেছিল, তাদের সংখ্যা ছিল ৩০,০০০।

এই সমস্ত বর্ণনার দ্বারা ইজ্‌রায়েলের রাজাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের দ্বারা যে মারাত্মক পরিণতি আসতে চলেছে, তার সারসংক্ষেপ ১৭ পদের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে: *"তোমরা তার (রাজার) <u>দাস</u> হবে।"* ধরা যেতে পারে, ইজ্‌রায়েলীদের অনেকের মধ্যে এখনও মিসরের দাসত্বের জ্বালাময় স্মৃতি স্পষ্ট; তারা যদিও ইয়াওয়ে ঈশ্বরের অসীম দয়ায় তা থেকে উদ্ধার পেয়ে এখন কনানে সুখের সময় কাটাচ্ছে; কিন্তু অন্য জাতির অনুকরণে রাজাকে চেয়ে, তারা পুনরায় তাদের জীবনে সেই দাসত্বকে আহ্বান করতে চলেছে। আর তারা যখন সেই দাসত্ব ভোগ করতে চলেছে, তখন মিসরের ফরৌণ না ইজ্‌রায়েলের রাজা,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কার দাসত্ব তারা করছে, তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

শমূয়েলের বক্তৃতার মাধ্যমে এই যে পরিস্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে, তার অন্তিম পরিণতিকে যিহিষ্কেল ৩৪:১-১০ পদে বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে ইজ্রায়েলের রাজাদের (পালকদের) এই বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে যে, তারা কেবল তাদের সুখের কারণে সাধারণ প্রজাদের অপব্যবহার করেছে।

খ। সদাপ্রভু নিরুত্তর হবেন (১৮ পদ)

ইজ্রায়েল এমন কথা ভাবতে পারত যে, রাজা নিযুক্ত করে যদি দেখে ভালোর চেয়ে মন্দই হয়েছে; তাহলে পুনরায় ঈশ্বরের কাছে কেঁদে অবস্থার পরিবর্তন চাইলেই হবে। কিন্তু সে পথ যে আর খোলা থাকবে না, তা শমূয়েল স্পষ্ট ভাষায় ইজ্রায়েলকে জানিয়ে সতর্ক করেছে। সমস্ত বিষয় জেনে-বুঝেও, ইজ্রায়েল যদি তার স্বাধীনতায় অন্য জাতির অনুকরণে রাজাকে নিযুক্ত করে, তবে তার পরিণাম তাদেরকে ভোগ করতে হবে। তখন ঈশ্বরের কাছে হাজার ক্রন্দন করেও কোনও লাভ হবে না। তাই, ১৮ পদে তাদের সতর্ক করে শমূয়েল বলেছে: *"সেই দিন তোমাদের মনোনীত রাজার কারণে কাঁদবে; কিন্তু সদাপ্রভু সেই দিন তোমাদের উত্তর দেবেন না।"* বিচারকদের সময় এই ঘটনা আমরা বারংবার ঘটতে দেখেছি, কিন্তু সেখানে ঈশ্বর তাদের ক্রন্দন শুনে তাদের উদ্ধার করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে, যেহেতু তারা তাদের নিজেদের স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে রাজাকে পছন্দ করেছে (৮:১৮; ১২:১৩), সে ঈশ্বরের মনোনীত নয় (১০:২৪; ২বিবরণ ১৭:১৫), সেইহেতু সদাপ্রভু কিন্তু সেই দিন তাদের কান্নার প্রতি উত্তর দেবেন না। ৭:৯ পদে আমরা দেখেছিলাম ইজ্রায়েলের জন্য শমূয়েল যখন কেঁদেছিল, তখন ঈশ্বর উত্তর দিয়েছিলেন, তথা অত্যাচারী পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় দিয়েছিলেন (যেমন মিসরের দাসত্বের সময় তিনি করেছিলেন, যাত্রা ২:২৩-২৫)। কিন্তু এখানে, ইজ্রায়েলকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তির কারণে যে সুফল তারা এতোদিন ভোগ করে এসেছে, তা তারা হারাতে চলেছে। কারণ, রাজাকে মনোনীত করে তারা ঈশ্বরকেই বর্জন করেছে।

আজ, একইভাবে আমরা নিজেরা কোনও বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা জেনেও যখন তার বিপরীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি আর বিপদে পড়ি, তখন তাঁর কাছে সাহায্য আশা করা সঠিক কাজ নয়। আমরা জানি, ধূমপান বা মদ্যপান শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক; তথাপি যদি আমরা তা উপভোগ করি ও ক্যান্সারে আক্রান্ত হই; তখন ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চাওয়াটা সঠিক কাজ নয়। অবশ্য, এমন পরিস্থিতিতে ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌমত্বে সাহায্য করলেও করতে পারেন; কিন্তু আমাদের সঙ্গে তাঁর চুক্তির কারণে তিনি তা করতে বাধ্য নন। যেহেতু আমরাই তাঁর সঙ্গে সেই চুক্তি ভঙ্গ করেছি। পরিবর্তে, আমরা আমাদের সিদ্ধান্তের পরিণাম, তথা ক্যান্সারের যন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য।

গ। শমূয়েলের মাধ্যমে মারাত্মক সতর্কবাণী শোনা সত্ত্বেও ইজ্রায়েল রাজা চাইল (১৯-২২ পদ)

শমূয়েলের কড়া সতর্কবাণীতে ইজ্রায়েলের তেমন কিছু আসে যায় না। পলেষ্টীয়দের থেকে ভয় এবং নিরাপত্তার ক্ষুধা তাদের মধ্যে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পক্ষে কাজ করেছে। তাই, ইজ্রায়েলের প্রাচীনদের কাছে রাজতন্ত্রের বিপরীত দিকগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করার তেমন অবকাশ নেই। তাদের একমাত্র লক্ষ্য *"আমরাও অন্য সকল জাতির সমান হব"* (২০ পদ)। তাই, তারা শমূয়েলের সমস্ত সতর্কবাণীকে অস্বীকার করে রাজার দাবীর পুনরাবৃত্তি করল: *"তথাপি লোকেরা শমূয়েলের কথায় কান দিতে অস্বীকার করে বলল, না, আমাদের উপরে এক জন রাজা চাই; তাতে আমরাও অন্য সকল জাতির সমান হব, এবং আমাদের রাজা আমাদের বিচার করবে ও আমাদের অগ্রগামী হয়ে যুদ্ধ করবে"* (১৯-২০ পদ)। কনান জয়ের সময় যিহোশূয়ের মাধ্যমে ঈশ্বর ইজ্রায়েলকে এমন কথা বলেছিলেন, *". . . এই জাতিগণের শেষ যে লোকেরা অবশিষ্ট আছে, তাদের সঙ্গে বিয়ে কর, এবং তাদের কাছে তোমাদের ও তোমাদের কাছে তাদের সমাগম হয়; তবে নিশ্চয় জানবে, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের দৃষ্টিগোচর থেকে এই জাতিদের আর তাড়িয়ে দেবেন না, কিন্তু তারা তোমাদের ফাঁদ ও পাশ এবং তোমাদের চোখে কাঁটা হয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত তোমরা এই উত্তম ভূমি থেকে বিনষ্ট না হও,*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যে ভূমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের দিয়েছেন'' (যিহোশূয় ২৩:১২-১৩ পদ; বিচার ২:২০-২৩)। ১শমূয়েল ৮ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইজ্রায়েল তাদের মধ্যে অবশিষ্ট জাতিদের প্রলোভনে পতিত হয়েছে ও তাদের সমান হবার ইচ্ছা করেছে। এতোকাল যে শমূয়েলের মাধ্যমে তারা শান্তি ভোগ করেছে (৭:১৩), তা তারা ভুলে গেছে, তাই তারা তার পুত্রদের অজুহাত দেখিয়ে শমূয়েলকেই বর্জন করেছে। অন্যদিকে, যে ঈশ্বর তাদেরকে মিসরের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করে, কনান পর্যন্ত পরিচালনা দিয়েছেন, যাঁর ক্ষমতায় তারা যুদ্ধে বারংবার জয়লাভ করেছে, তাঁর ক্ষমতায় তারা আর আস্থা রাখতে পারছে না, তারা অন্য জাতির ন্যায় মানুষ-রাজায় আস্থা রাখতে বদ্ধপরিকর।

যাইহোক, শমূয়েল যখন লোকদের কথা শুনে পুনরায় (৬খ পদের ন্যায়) সদাপ্রভুর কাছে নিবেদন করল (২১ পদ), তখন সদাপ্রভু শমূয়েলকে বললেন, ***"তুমি তাদের কথায় কান দেও (কথা মতো কাজ কর), তাদের জন্য এক জনকে রাজা কর''*** (২২ পদ)। ৭ পদে ঈশ্বর শমূয়েলকে যে উত্তর দিয়েছিলেন, সেই একই পদ্ধতিতে তিনি এখানেও শমূয়েলকে একই কথা বললেন। ইজ্রায়েলের রাজতন্ত্র ঈশ্বর সমর্থন না করলেও *(not approved)*, তাকে অনুমতি দিলেন *(but permitted)*। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ইজ্রায়েলের রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কোনওভাবেই ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের প্রতি আশঙ্কার বিষয় নয়। ঈশ্বর একইভাবে তাঁর নিজের ক্ষমতায় আসীন, এবং ঈশ্বরের প্রতিনিধি হযে শমূয়েলই ইজ্রায়েলের রাজার নিযুক্তি ও অভিষেকের দায়িত্বের অধিকারী। আর তাই, ইজ্রায়েলের মধ্যে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা একদিকে যদিও তাঁর প্রজাদের দ্বারা ঈশ্বরকে বর্জন, কিন্তু অন্যদিকে, তাঁর প্রজাদের প্রতি ঈশ্বরের একটি উপহার।

মানুষ আমরা আমাদের দায়িত্বশীলতাকে কখনও অস্বীকার করতে পারি না। ঈশ্বর আমাদের যখন সৃষ্টি করেছেন, তখন তিনি আমাদের সেই ক্ষমতা দিয়েছেন, যাকে ব্যবহার করে আমরা দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। এখন সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত, আমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও, কিম্বা তার ফল দীর্ঘস্থায়ী না-হলেও, সাধারণভাবে ঈশ্বর সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত বাতিল/খারিজ করেন না। একইভাবে, সাধারণভাবে ঈশ্বর সেই সমস্ত সিদ্ধান্তের পরিণাম আমাদের ভোগ করতেও দিয়ে থাকেন। তাই, আমাদের সিদ্ধান্তের জন্য আমরা নিজেরা দায়িত্বশীল। কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের মহত্ব হল, প্রথমে তিনি তাঁর অসমর্থিত আমাদের পছন্দকে অনুমতি দেন; তার পরিণামও তিনি আমাদের ভোগ করতে দেন; অবশেষে, তিনি আমাদের সেই সমস্ত নতুন সিদ্ধান্ত যোগান দেন, যা আমাদের জন্য তাঁর চূড়ান্ত উদ্দেশ্যর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ইজ্রায়েল তার প্রতিবেশি দেশের অনুকরণে রাজা চেয়েছিল, ঈশ্বর তাদের বাধা না দিয়ে অনুমতি দিলেন; ইজ্রায়েল তার এই সিদ্ধান্তের পরিণাম ভোগ করল। কিন্তু ঈশ্বর তাদের সেখানে পরিত্যাগ করেননি, তিনি তাদের জন্য যতদূর সম্ভব সর্ব শ্রেষ্ঠ রাজার ব্যবস্থা করেছেন– দাউদের মাধ্যমে। এর দ্বারা যে উৎসাহ পাই, তা হল, একদিকে, আমরা আমাদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সে বিষয়ে প্রভুর ইচ্ছা কী, তা জানতে তাঁর বাক্য আরও বেশি করে পাঠ করব ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করব; এবং অন্যদিকে, ভুল সিদ্ধান্তের পরিণাম ভোগ করলেও প্রভুর প্রতি আমাদের আশা ত্যাগ করব না। কিন্তু আমরা যেন কখনও চালাকি করে কেবল এর সুবিধা নেবার চেষ্টা না-করি!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com